সুলতানপুরস্থ মেথরপল্লীতে নারী নেতৃত্বের অভাব

সুলতানপুর মেথরপল্লীর অধিবাসীদের অধিকাংশ নারী হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের অধিকার এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। অসচেতনতা, পুর"ষদের একক দাপট, অশিক্ষা, কুসংস্কার, মতামতের প্রতি গুর"ত্ব না দেয়া, সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের অভাবই এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলে নারীরা তাদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হবে এবং তাদের মাঝে তৈরি হতে পারে যোগ্য নেতৃত্ব।

ফেনী পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডে ফেনী সদর হাসপাতালের পেছনে সুলতানপুরস্থ মেথরপল্লী। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে বসবাস করে আসছে মেথর সমাজের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০টি পরিবার। এখানে অধিবাসীদের এক তৃতীয়াংশই নারী। এখানকার নারীরা পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, স-ান লালন পালনে, গৃহস্থলীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুর"ত্বপুর্ণ অবদান রেখে আসছে। কিন্তু মতামত তথা সিদ্ধান- গ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুর"ষদের সিদ্ধান-ই তাদের মেনে নিতে হ"েছ। ফলে নারীরা বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছে বললেন জোহরা খাতুন (৫০)।

মেথরপল্লীর অধিবাসী নাজমা (২২) জানান, পুর"ষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের মতামতের কোনো গুর"ত্ব দেয়া হয় না। সরকার নারীর ক্ষমতায়নে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করেন। চাকরির ক্ষেত্রে নারীর জন্য কোটা প্রথা চালু, বিনামুল্যে শিক্ষা কর্মসুচিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও মেথর পেশার নারীদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটছে না বরং তারা তাদের কাজের স্বীকৃতি পা"েছন না। তারপরও মেথরপল্লীতে নারীদের মাঝে স্বামীদের প্রতি আনুগত্যের কোনো কমতি নেই। এখানকার অধিবাসী নাজমা (২৩), শেফালী আক্তার (৩০), পুস্পরানী দাস (৩০), পুতুল রানী (৪৫),জুহুর রানী দাস (২৮), রেশমা (২৫) সহ সকলেই এক বাক্যে বলেন, আমাদের পল্লীতে নারী নেতৃত্ব নেই বললেই চলে। তবে মাঝে মাঝে কোন সমস্যা হলে পুর"ষেরাই সমাধান করেন।

অপর দিকে উক্ত পল্লীতে আশা, ব্র্যাক, টিএমএসএস (টেঙ্গামারা) পদক্ষেপ, স্বনির্ভর, ভিত্তিহীনসহ বিভিন্ন সংস্থা মাইক্রো ক্রেডিট তথা অর্থনৈতিক লেনদেন করে শুধু নারীদের মাঝেই ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু নারীদের অধিকার সংরক্ষণ, যৌতুক, বাল্যবিয়ে, নারী নির্যাতন বন্ধ এবং নারী নেতৃত্বের সৃষ্টিতে কোনো কর্মসুচি নেই।

এখানকার এনজিও সংস্থা পদক্ষেপ কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাস বলেন, আমরা শুধু মাইক্রো ক্রেডিট পরিচালনা করে থাকি উক্ত পল্লীতে। অন্য কোন কার্যক্রম নেই। বিয়ে, লেখাপড়া, আয় রোজগার করার ক্ষেত্রে নারীদের মতামতের কোনো মুল্য দেয়া হয় না । পার"ল (১৩) নামে এক কিশোরী বলেন, বিয়ের সময় মা-বাবার সিদ্ধান-ই চুড়ান-। এ ক্ষেত্রে কনের কোনো মতামত নেয় হয় না। আয়েশা (১৮) বলেন, এখানে নিজেদের পছন্দের লোককে বিয়ে করার কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার সম্পুর্ণ বিপরীত অর্থাৎ পাত্র তার মত প্রকাশ করে প্রভাব খাটাতে পারে এবং তার ই"ছানুযায়ী যাকে ই"েছ তাকেই বিয়ে করতে পারে। মেথরপল্লী নারীদের নেতৃত্বের প্রতি কোনো আগ্রহ না থাকার কারণে তারা সব সময় পিছিয়ে থাকে। তবে হিন্দু ৫টি পরিবারের মাঝে পুতুল রানী ও জোহুর রানী বয়সে একটু অধিক হওয়ায় তাদের নারীদের মাঝে কোনো সমস্যা হলে এ দুজনই সমাধান করেন। মেথরপল্লীর অধিবাসী হরিজন, ইমামাঈল বলেন, কিছু ক্ষেত্রে নারীদের ডাকা হলেও তাদের মাঝে সচেতনতার অভাবে সঠিক মতামত দিতে পারে না।

মেথরপল্লীর অপর অধিবাসী সাহাব উদ্দিন (৩৬) বলেন, আমাদের পল্লীতে একজন পুর"ষ নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। নারীদের কোনো নেতৃত্ব নেই। অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ নারী। তাই নারীদের থেকে একজন নির্বাচন করতে হবে বলে তিনি মনে করেন। নারী-পুর"ষদের মাঝে সকল প্রকার বৈষম্য দুর করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রণীত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো দলিল)-এর ধারা ১১-১ঘ-এ উল্লেখ আছে, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ সমান পারিশ্রমিক, একই মানের কাজের ক্ষেত্রে একই আচরন। সেই সাথে কাজের মুল্যায়নের ক্ষেত্রে সমান আচরনের অধিকার।

কিন্তু মেথরপল্লীতে নারীরা এ ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হ"েছ। আমেনা (২২) বলেন, তার ই"েছ ছিল পড়ালেখা করে

আয় রোজগার করার কিন্তু কর্মসংস্থানের অভাবে এবং তার স্বামীর নিষেধের কারণে তার ই"ছে পুরণ হয়নি। পল্লী অধিবাসী ফার"ক (৪০) বলেন, নারীদের আয়-রোজগার করার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা পরিবারের দেখাশুনা করবে। নারী নেতৃত্ব না থাকার কারণে তারা মুলত সচেতন হ"ছে না বলে অনেকে মনে করেন। তাই মেথরপল্লীতে নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি ও তাদের সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগে পুর"ষ ও নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো উঠে আসে।

- সচেতনতা সৃষ্টি
- শিক্ষিতকরণ
- ঐক্যবদ্ধ করা
- পুর"ষদের মনোভাবের পরিবর্তন
- নারী নেতৃত্বের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি
- মতামত প্রদানে নারী-পুর"ষ সমান গুর"ত্ব দেয়া
- তাদের অধিকার সম্স্লর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া।

রিপোর্ট তৈরি করেছেন : শাহ জালাল ভুঞা, নুর শাহ আজাদ, হাসিনা আক্তার বাপপি ও বিবি মরিয়ম